

238938 - ইসলামী শরিয়তে কৃপণতার সীমারখো

---

প্রশ্ন

ইসলামী শরিয়্যি মতোবকে কখন একজন লোককে তার স্ত্রী ও পুত্রদরে খরচাদি দয়োর ক্ষত্রে কৃপণ হসিবে গণ্য করা হব? কারণ কটে কটে মনে করছে যে, আমি আমার আবশ্যকীয় দায়তিব পালন করছি। আবির কটে কটে মনে করছে যে, আমার মাঝে কৃপণতা আছে।

উত্তরে সংক্ষিপ্তসার

যে ব্যক্তি তার স্ত্রী ও সন্তানদরে জন্য যে ক্ষত্রে খরচ করা বাঞ্ছনীয় সে ক্ষত্রে খরচ করে না সে কৃপণ।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

কৃপণতা একটি মন্দ গুণ। কৃপণতার চয়ে মন্দ গুণ আর কী হতে পারে? কৃপণতার সীমারখো নির্ধারণরে ক্ষত্রে আলমেগণরে ববিধি বক্তব্য পাওয়া যায়:

ইবনুল মুফলহি (রহঃ) বলেন:

আলমেগণ কৃপণতার সীমারখোর ব্যাপারে কয়কেটি মিত উল্লেখ করছেন:

১. যাকাত প্রদান না করা। যে ব্যক্তি যাকাত আদায় করল সে ব্যক্তি কৃপণতার অভিধা থেকে রেহাই পলে।

২. ফরয যাকাত ও ফরয খরচাদি বহন না করা। এ অভিমতরে ভিত্তিতে কটে যদি যাকাত প্রদান করে কন্টি অন্য ফরয খরচ প্রদানে অস্বীকৃতি জানায় তাহলে তাকে কৃপণ হসিবে গণ্য করা হব।[এটি ইবনুল কাইয়্যমে ও অন্যান্য আলমেরে এর মনোনীত অভিমত]

# ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

৩. ফরয খরচ ও মুস্তাহাব খরচ প্রদান করা। তাই কটে যদি শুধু দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে কসুর করে তাহলে সে কৃপণ। [এটি ইমাম গাজ্জালী ও অন্যান্যদের অভিমত] [আল-আদাবুশ শারইয়্যা (৩/৩০৩) থেকে সংক্ষেপে সংকলিত]

ইবনুল কাইয়্যামে (রহঃ) বলেন: কৃপণ হচ্ছে- যে ব্যক্তি তার উপরে ফরয খরচ প্রদানে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে। সুতরাং কটে যদি তার উপরে যা কিছু খরচ করা ফরয সেগুলো আদায় করে তাহলে তাকে কৃপণ বলা যাবে না। বরং কৃপণ হল যে ব্যক্তির দায়িত্বে যা দায়ো ও খরচ করার দায়িত্ব সটো করতে অস্বীকৃতি জানায়। [জালাউল আফহাম (পৃষ্ঠা-৩৮৫), কুরতুবীর ও অনুরূপ উক্ত রিয়েছে (৫/১৯৩)]

ইমাম গাজ্জালী (রহঃ) বলেন:

কৃপণ হচ্ছে- এমন ব্যক্তি যে ব্যক্তি এমন স্থানে খরচ করতে অস্বীকৃতি জানায় যেখানে খরচ করা বাঞ্ছনীয়; সটো শরয়িতের বধিনেরে নরিখি হোক, কথিবা ব্যক্তিত্ব রক্ষার নরিখি হোক। এর পরমাপ নরিদষ্টি করা সম্ভবপর নয়। [ইহইয়া উলুমদি দ্দীন (৩/২৬০)]

অনুরূপ কথা শাইখ উছাইমীন (রহঃ)ও বলেছেন:

“কৃপণতা হচ্ছে: যা খরচ করা আবশ্যিক ও যা খরচ করা বাঞ্ছনীয়।”

[শারহু রয়াদুস সালাহীন থেকে (৩/৪১০) সমাপ্ত]

দুই:

পুরুষের উপর ফরয তার স্ত্রী ও সন্তানদের জন্য প্রচলিত রীতিনুযায়ী ব্যয় করা। খরচাদরি মধ্য অন্তর্ভুক্ত হবে: খাদ্য, পানীয়, পোশাক ও বাসস্থান এবং স্ত্রী ও সন্তানদের যাবতীয় যা কিছু প্রয়োজন; যগুলো না হলে নয়। যমেন-চকিত্‌সার খরচ, শিক্ষা খরচ ইত্যাদি।

এ খরচাদি প্রদান করা হবে, স্বামীর সামর্থ্য ও তার আর্থিক অবস্থা অনুযায়ী। দলিল হচ্ছে আল্লাহ তাআলার বাণী:

“বতিত্বান তার সামর্থ্য অনুযায়ী ব্যয় করবে। আর যার জীবনোপকরণ সীমতি সে আল্লাহ তাকে যা দান করছেন সটো থেকে ব্যয় করবে। আল্লাহ যাকে যে সামর্থ্য দিচ্ছে তার চয়ে গুরুতর বোঝা তনি তার উপর চাপান না।” [সূরা ত্বালাক, আয়াত: ৭]

# ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

এ কারণে মানুষেরে সচ্ছলতা ও অসচ্ছলতার ভিত্তিতে স্ত্রী ও সন্তানদের জন্য ব্যয়ভার এককে জনরে এককে রকম। যবে ব্যক্তিসচ্ছল সে ব্যক্তিতার স্ত্রী ও সন্তানদের জন্য সচ্ছলভাবে ব্যয় করবে। যদি এ ক্ষত্রে তাদরেককে কম দিয়ে তাহলে সে ব্যক্তিকৃপণ হিসেবে গণ্য হবে। কেননা সে ব্যক্তিতার উপর যবে দায়তিব রয়েছে সেটো পালন থেকে বরিত থেকেছে। আর যবে ব্যক্তিসচ্ছল সে ব্যক্তিসচ্ছলভাবে ব্যয় করবে। আর যবে ব্যক্তি মধ্যবতিত শ্রণী সে তার অবস্থা অনুযায়ী ব্যয় করবে। আল্লাহ বান্দাকে যা দিয়েছেন এর উপরে কোন দায়তিব দনে না। শরয়িতে এ ব্যয়রে নরিধারতি কোন সীমা নহে। বরং খরচাদরি পরমাপরে মানদণ্ড হচ্ছ- মানুষেরে সামাজিকি রীতি।